মহান এঙ্গেলস স্মরণে

"...বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে আইন হচ্ছে পরম পবিত্র বস্তু; কারণ এই আইন তার সম্মতির ভিত্তিতে, তার সুবিধার জন্য এবং তাকে রক্ষা করার জন্য সে নিজেই রচনা করেছে। ... সবচেয়ে বড় কথা হল, সমাজের একটি অংশের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে, তাদেরই সক্রিয় উদ্যোগে, সমাজের অন্যান্য অংশের পরোক্ষ স্বীকৃতির ভিত্তিতে রচিত এই আইন ও শৃঙ্খলার পরম পবিত্র ধারণা, বুর্জোয়া শ্রেণির সামাজিক অবস্থানের সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কাছে তা পুরোপুরি বিপরীত। সে ভালভাবেই জানে এবং বাস্তব জীবনের একটার পর একটা আঘাতের অভিজ্ঞতা থেকে সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে যে, আইন হল একটা চাবুক যা বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষের জন্যই তৈরি করেছে। তাই, একান্ত বাধ্য না হলে শ্রমিক কখনও ন্যায়বিচারের আশায় আইনের দুয়ারে গিয়ে হাত পাতে না। ...বুর্জোয়াদের চাই একটা সরকার ; যে শ্রমিক শ্রেণিকে না হলে তার চলে না, তাকে দমন করার জন্যই এটা তাদের কাছে অবশ্য প্রয়োজন। বুর্জোয়ারা সর্বহারা শ্রেণির বিরুদ্ধে এই সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের বিক্ষোভকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখে। বাণিজ্যিক সংকট চলতেই থাকবে এবং শিল্প কারখানার বিস্তার এবং শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সংকট আরও তীব্র, আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। ...ধনী ও দরিদ্রের রক্তাক্ত সংগ্রাম অতীতের সকল ভয়াবহ সংগ্রামের নজিরকে ছাড়িয়ে যাবে। এমনকী বুর্জোয়াদের একাংশ সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে সমঝোতা করে বা ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেও পরিস্থিতির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের যে নিরন্তর সংগ্রাম আজ পরোক্ষে চলছে, তা প্রত্যক্ষ এবং সর্বাত্মক সংঘর্ষের রূপে দেখা দেবে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সম্ভাবনা আর নেই। শ্রেণি বিভাজন ক্রমশ আরও স্পষ্ট হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিরোধের মানসিকতার জন্ম হচ্ছে, তিক্ত বিরোধিতা দিনে দিনে বাড়ছে। ছোট ছোট লড়াই বৃহত্তর সংগ্রামের জমি তৈরি করছে এবং অবস্থা এমন রূপ নিচ্ছে যে, শীঘ্রই একটা সামান্য উত্তেজনা বিশাল একটা ধস নামিয়ে দিতে পারে।"

— ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

(কন্ডিশনস অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড, ১৮৪৫)